আলমডাঙ্গায় পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য মঞ্জুর লাশ উদ্ধার

আলমডাঙ্গা উপজেলার খাসকররা ইউনিয়নের রামদিয়া -কায়েতপাড়া এলাকায় এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার ভোরে কায়েতপাড়া মাঠে মরদেহটি পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়দের মধ্যে চরম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ভোরবেলায় মাঠে কাজ করতে যাওয়ার সময় কয়েকজন কৃষক প্রথম মরদেহটি দেখতে পান। বিষয়টি মুহূর্তের মধ্যেই এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে ঘটনাস্থলে উৎসুক জনতার ভিড় জমে। পরে খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহটি উদ্ধার করে।

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ জানিয়েছেন বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা গেছে তার নাম মঞ্জু, বাড়ী তিওরবিলা গ্রামে। এলাকা বাসি সুত্রে জানাগেছে, সে পুর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টির একসময়ের সক্রিয় সদস্য ছিল। অনেকের ধারণা মঞ্জু এখনও আন্ডার ওয়ার্ডের সদস্য হিসেবে ও ভারতে পলাতক পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টির নেতা বিশ্বজিৎ এর এজেন্ট হিসেবে কাজ করছিলেন। তার বয়স আনুমানিক ৪০ বছর বলে ধারণা করা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে মরদেহে আঘাতের কোনো সুস্পষ্ট চিহ্ন পাওয়া গেছে কি না, সে বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু জানায়নি পুলিশ।

মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

হঠাৎ মাঠে অজ্ঞাত ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন গুঞ্জনও শুরু হয়েছে। স্থানীয়রা দ্রুত ঘটনার রহস্য উদঘাটন ও মরদেহের পরিচয় শনাক্তের দাবি জানিয়েছেন।

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, “মরাদেহের পরিচয় ও মৃত্যুর কারণ জানতে তদন্ত চলছে। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা

হবে।” ঘটনার বিস্তারিত তথ্য উদঘাটনে পুলিশ তদন্ত অব্যাহত রেখেছে।

কুষ্টিয়ার কিশোর গ্যাং চক্রের ৩ সক্রিয় সদস্য চট্টগ্রাম থেকে আটক

কুষ্টিয়ার কিশোর গ্যাং চক্র বিএসবি’র ৩ সক্রিয় সদস্যকে চট্টগ্রাম থেকে আটক করেছে র্যাব। বৃহস্পতিবার বিকেলে চট্টগ্রাম জেলার কোতয়ালি থানাধীন স্টেডিয়াম এলাকা হতে তাদের আটক করা হয় বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে র্যাব-১২, সিপিসি-১, কুষ্টিয়া ক্যাম্পের স্কোয়াড্রন লীডার কোম্পানী কমান্ডার মোহাম্মদ ইলিয়াস খান।

আটককৃতরা হলো কুষ্টিয়া সদর থানার-পূর্ব মজমপুর এলাকার হারুনুর রশিদের ছেলে মোহাম্মদ সংগ্রাম হোসেন সাইফ (১৯), মিরপুর উপজেলার বেলগাছী এলাকার আব্দুস সবুর বিশ্বাসের ছেলে মহাম্মদ নাফিস ফুয়াদ
(১৯) এবং কুমারখালী বানিয়াপাড়া এলাকার শফিকুল ইসলামের ছেলে তামিম শাহরিয়ার।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, আটককৃতরা গত ১৩ জুন তারিখে কুষ্টিয়ার কলকাকলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সংঘবদ্ধভাবে আক্রমন চালিয়ে ঐ স্কুলের ৮ম শ্রেণীর ছাত্র আবিরকে মারাত্মকভাবে কুপিয়ে জখম করে এবং স্কুলে ভাংচুর চালায়।

উক্ত ঘটনায় আহত ছাত্রের বাবা বাদী হয়ে কুষ্টিয়া মডেল থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। মামলা নং-৩৬।

পরবর্তীতে কুষ্টিয়া ও চট্টগ্রাম র্যাবের যৌথ অভিযানে কিশোর গ্যাং চক্রের ৩ সদস্য গ্রেফতার করা হয়। আটককৃত আসামিদের চট্টগ্রাম জেলার কোতয়ালি থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।